মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৯৩৪

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১৬. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠ ও তার মর্যাদা

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شعب الْإِيمَان

বাংলা

৯৩৪-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আমার ওপর দরূদ পড়ে আমি তা সরাসরি শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি দরূদ পড়ে তা আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (বায়হাক্বী- শু’আবুল ঈমান)[1]

ফুটনোট

[1] মাওযূ‘ বা বানোয়াট: বায়হাক্বী শু‘আবুল ঈমান ১৫৮৩, সিলসিলাহ্ আয্ য‘ঈফাহ্ ৩০৩। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আয্ যিদী নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। আর এজন্য ইবনুল ক্বইয়্যিম তাকে তার ‘‘আল মাওযূ‘আত’’ গ্রন্থে নিয়ে এসেছেন। তবে পরক্ষণেই তিনি বলেছেন যে, এ হাদীসটি মুতাবি‘ রয়েছে যার মাধ্যমে তা সাধারণভাবে বানোয়াট হওয়া থেকে মুক্তি পেয়েছেন। [যেমনটি ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্ (রহঃ) সহ আরো অনেকে এ নীতি অবলম্বন করেছেন]। ফলে এটি য‘ঈফের অন্তর্গত হয়েছে। তবে ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) হাদীসের অর্থটি সঠিক বলেছেন যা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। শায়খ আলবানী বলেনঃ আমি এ হাদীসের উপর সিলসিলাহ্ আয্ য‘ঈফাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (مَنْ صَلّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِىْ) ‘‘যে ব্যক্তি আমার ওপর আমার কবরের নিকট দরূদ পাঠ করে’’ অর্থাৎ- আমার ঘরে আমার কবরের অতি নিকটবর্তী এটা সুস্পষ্ট কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়। কেননা ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর ঘর যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাফন করা হয়েছে এবং তা বন্ধ করা হয়েছে।

কবরের চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল রয়েছে, এ কারণে ঘরে প্রবেশ করা এবং ক্ববরের নিকটে যাওয়া সম্ভব না।

মা'নাবী বলেন, মালায়িকাহ্’র (ফেরেশতাগণের) মাধ্যমে সংবাদ দেয়া হয় কেননা তাঁর রূহ্ সম্মানিত স্থানে অবস্থিত আর জমিনের জন্য নাবীগণের শরীর খাওয়া তথা পঁচে ফেলাটা হারাম। সুতরাং তার অবস্থা একজন নিদ্রিত ব্যক্তির মতো হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আর হাদীসটি তার কবরে উপস্থিত হয়ে দরূদ পাঠ ও অনুপস্থিত ব্যক্তির দরূদ পাঠের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ করে।

যে কবরের কাছে দরূদ পাঠ করে তার দরূদ পাঠ স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পান আর যে দূর হতে পাঠ করে তারটা পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

সুতরাং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যারা কবরের নিকট দরূদ পাঠ করে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফাযীলাত যারা দূর হতে দরূদ পাঠ করে তাদের চেয়ে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাতের মধ্যে হতে যে কেউ তার ওপর দরূদ বা সালাম পেশ করে সেটা তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয় এবং উপস্থাপন করা হয় দরূদ পাঠকারী চাই কাছে থাকুক আর দূরে থাকুক কোন অবস্থাতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পান না বরং তার নিকট পৌঁছানো হয় কোন প্রকার পার্থক্য ছাড়াই চাই দূরে হোক আর নিকটে হোক। আর এটা নিষেধাজ্ঞার হাদীসের বিপরীত যা ইতিপূর্বে গেছে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে মেলার স্থান বানাতে নিষেধ করেছেন আর যেখানেই থাকুক না কেন সেখান হতে দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আরো এটা এ হাদীসের বিপরীত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন সাওয়াবের উদ্দেশে কোন স্থানে সফর করা তবে তিনটি মাসজিদ ব্যতিরেকে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55493

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন